প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha
জুন ২০১৮

পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রবৃদ্ধির পথে উন্নয়ন

বিশ্বের ৫% শিশুশ্রম বাংলাদেশে

পিএসটিসি
কমিউনিটি প্যারামেডিক
ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট

ভর্তি চলছে

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

ভর্তির সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার		২য় সেমিস্টার		৩য় সেমিস্টার		৪র্থ সেমিস্টার	
ভর্তি ফি:	১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি:	১০,০০০/-
সর্বমোট	২৬,০০০/-					সর্বমোট	২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)

pstc
working for population & development

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

সম্পাদক
ড. নূর মোহাম্মদ

পরামর্শক
সায়ফুল হুদা

প্রকাশনা সহযোগী
সাবা তিনি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২
পরিবেশ-বান্ধব
সবুজ প্রবৃদ্ধির পথে উন্নয়ন

পৃষ্ঠা ৬
বিশ্বের ৫% শিশুশ্রম
বাংলাদেশে

পৃষ্ঠা ৯
এইচআইভি এবং এসটিআই প্রিভেনশন
প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা ১২
ইয়ুথ কর্ণার

পৃষ্ঠা ১৩
এসবিসিসি বার্তা উন্নয়ন
কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পৃষ্ঠা ১৪
শেয়ার-নেট এর ২-দিনের সেশন

পৃষ্ঠা ১৫
পিএসটিসি এবং ব্র্যাকের মধ্যে
সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাবে দিন দিন বেড়ে চলছে পরিবেশ দূষণ। মাইলের পর মাইল নষ্ট করা হচ্ছে বনভূমি। কল-কারখানার দূষিত ধোঁয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে বিপন্ন, সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে। বাস্তবতা এখন এমন হয়েছে যে, যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা, তখন চলছে শুষ্কতা। আর যখন শুকনো মৌসুম, তখন একনাগাড়ে হচ্ছে বৃষ্টি। ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় বাতাসে কমছে অক্সিজেনের পরিমাণ। অধিক হারে পলিথিন ব্যবহারে হচ্ছে মাটি আর পরিবেশ দূষণ।

এসবের বিরূপ প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকাতে। অতি বন্যায় অনেকেই হারাচ্ছেন তাদের বসত-ভিটা। এক হিসাবে দেখা গেছে, বর্তমানে ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার। ২০৫০ সাল নাগাদ তা প্রায় ৫৩ লাখ ছাড়িয়ে যাবে, এমনটাই মনে করছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটির মতে, পানি, মাটি ও ফসলের ওপর বিরূপ প্রভাবের কারণে উপকূলীয় মানুষ হারাবেন বাসস্থান, বাড়বে পানীয় জলের সংকটও।

এমন একটা সময়ে 'আসুন প্লাষ্টিক দূষণ বন্ধ করি' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৫ জুন পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পলিথিনের বিকল্প পাটের শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করা হচ্ছে ভোক্তাদের। পরিবেশ দূষণ কমাতে উচ্চারিত হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা। যদিও সংশ্লিষ্টদের বিশ্বাস সঠিক নীতিমালা গ্রহণ আর সুচিন্তিত পদক্ষেপের মাধ্যমেই মোকাবেলা সম্ভব পরিবেশ দূষণের করাল ঘাতককে। এজন্য নদী খনন, খাল খননসহ বৃক্ষরোপণের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ তাদের।

শুধু পরিবেশ দূষণ নয়, বাংলাদেশ এখনো সঠিকভাবে প্রতিরোধ করতে পারছে না শিশুশ্রমের মত বিষয়টিও। যদিও 'প্রজন্মের জন্য নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১২ জুন পালিত হয়েছে' বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহারের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রায় ২৮৫ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এছাড়া ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে সম্প্রতি নতুন করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় পর্যায় থেকে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে কমিটি কাজ করছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এই কর্মপরিকল্পনা একমাত্র সদিচ্ছার মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই শিশুরাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সবাইকে ঈদ-উল-ফিত্‌র এর শুভেচ্ছা।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ
প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org
এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

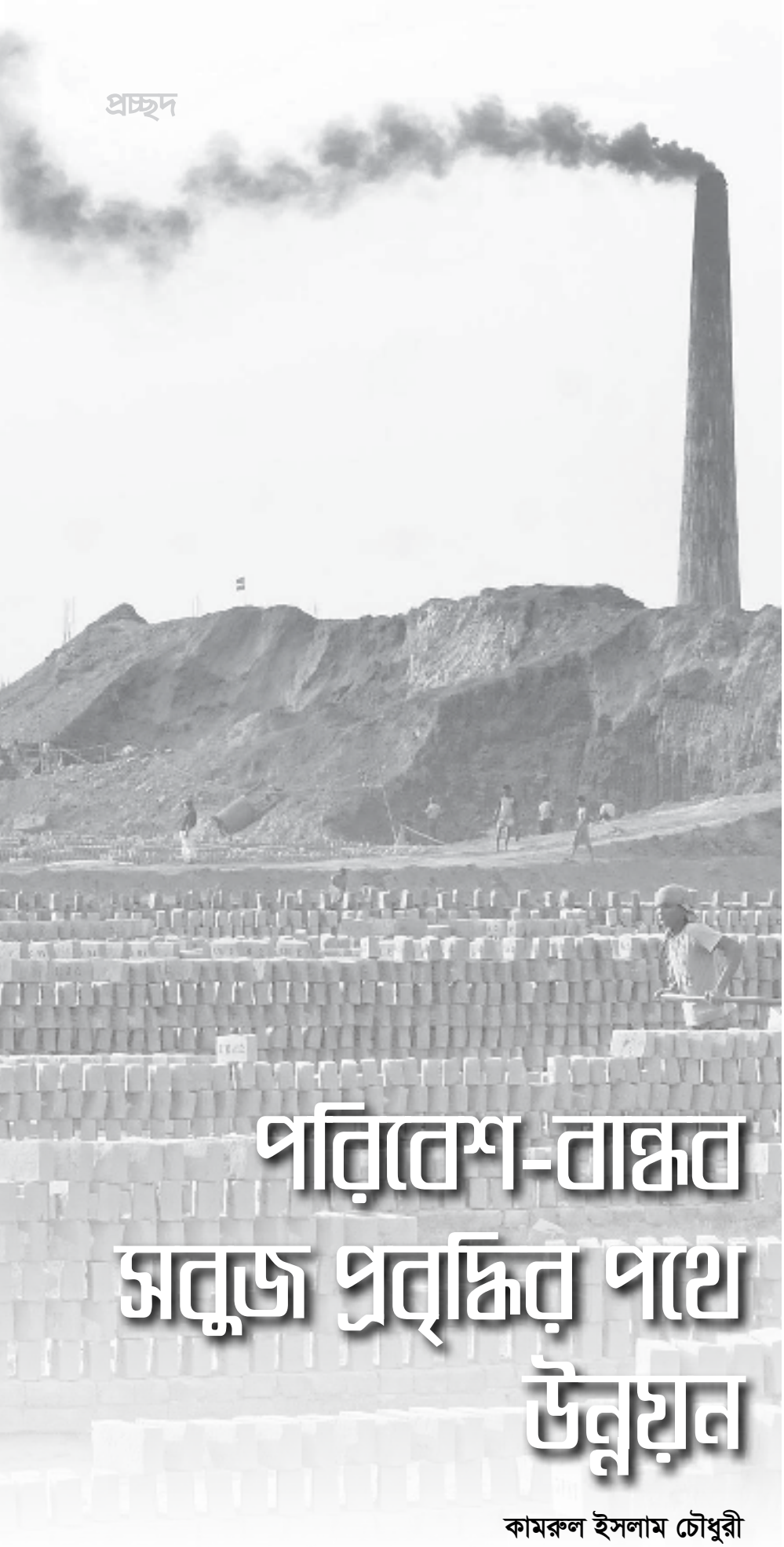

পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রবৃদ্ধির পথে উন্নয়ন

কামরুল ইসলাম চৌধুরী

ভোরাগে নৌকা চালায় নিখিল। বয়স কত। জানালো চল্লিশ। হাড্ডিসার শরীর। কাশছে বিরতিহীন দুহাতের বৈঠা চলার মতো। বৈশাখের মিষ্টি সকালে কেমন আছো জিজ্ঞেস করতেই বললো খুব একটা ভালো নেই। পঁচা দুর্গন্ধময় নদীতে নৌকায় এখন তেমন কেউ উঠতে চায় না। যার প্রভাব পড়েছে আয় রোজগারে। পাঁচ জনের সংসার চলে না। ইট ভাটার পাশে বসতি। স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে থাকতে হয়। সবার শ্বাস-কষ্ট। এই দূষিত নদীর পানিতে কাজ করতে এসে হয়েছে চর্মরোগ। ওষুধের খরচ জোগাতে পারে না।

দূষণের এ চিত্র দেশ জুড়ে। এর কারণে বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি। প্রতিবছর কয়েক হাজার মানুষ পরিবেশের নানা দুষণে মৃত্যুবরণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চিত্রটি আরো ভয়াবহ। গত কয়েক বছরে দেশে এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বজ্রপাতের সংখ্যা বাড়ছে। দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। পরিবেশ মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও গোটা দেশেই উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। প্রতিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। প্রাণ বৈচিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। জলাভূমি দখল দূষণ আর ভরাট হচ্ছে। প্রতি বছর জাতীয় আয়ের কয়েক শতাংশ পরিবেশ দূষণ জনিত রোগ শোকে খরচ হচ্ছে।

অথচ পরিবেশ প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে যে টেকসই উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে পরিবেশ প্রকৃতির ক্ষয় না করে সবুজ প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন। উন্নয়নশীল দেশে হাঁটার পথে বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন অনেকটাই তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার গল্প। উন্নয়নের ফেরিওয়ালারাই প্রকৃতি, প্রাণবৈচিত্র্য আর প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ করে চলছে। মানবিক বিকাশ, সমতা, কর্মসংস্থান তাদের কাছে মূল্যহীন।

প্রত্যেক বছরই বিশ্ব পরিবেশ দিবস আসে আর যায়। কিন্তু নিখিলদের মিছিল ছোট হয়ে আসে না। বরং পরিবেশ সমস্যা ও সংকট আরও ঘনিভূত হয়।

তারপরও এটি অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। যদিও এর সঙ্গে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের অগ্রগতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে 'সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল' গ্রহণ করেনি যা পরিবেশ সুরক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন এজেন্ডার সঙ্গে মানানসই। সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল ও সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা, নীতি ও প্রতিষ্ঠান না থাকায় বিগত সময়ে পরিবেশ অবনতির কারণে খরচ বেড়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব বাড়ছে এবং নেতিবাচক ঝুঁকি ও নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০৪১ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের দেশের পৌছানো আর সম্পূর্ণ দারিদ্র বিমোচন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনেকটাই কষ্টসাধ্য হবে।

পরিবেশগত অবনতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি আমাদের বাস্তবতাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাস এজেন্ডার সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা, নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত আয় ও দারিদ্দ্র সংক্রান্ত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বেশ ঝুঁকি রয়েছে। ঝুঁকি রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও।

আমরা সবাই টেকসই উন্নয়ন চাই। সেজন্য দুষনমুক্ত উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। যেখানে নদ-নদীর পানি থাকবে স্বচ্ছ-পরিষ্কার। কলকারখানার দূষিত বর্জ্য পড়বে না বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা কিংবা কর্ণফুলিতে। উন্নয়ন হবে, তবে বনবাদাড় উজাড় করে নয়। খাল বিল, নদী-নালা দখল করে নয়।

টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকির দেশগুলোর মধ্যে একটি বাংলাদেশ। এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, নদী ভাঙ্গন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা লেগেই আছে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই সমস্যা সংক্রান্ত ঝুঁকি আরো তীব্রতর হয়েছে। বনাঞ্চলের ক্ষতি, ভূমি ক্ষয়, জলাশয়ের দূষণ এবং অন্যান্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে প্রতিবেশের অবনতি ঘটছে। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) এর ভাইস চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ বাংলাদেশ সবুজ প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত এক গবেষণায় সম্প্রতি এ সব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছেন। তারমতে, উপরোল্লিখিত সমস্যা দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা

করা না গেলে আগামী পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইন, পরিবেশ বিধি, জলাধার আইনসহ বেশ কিছু চমৎকার আইন ও নীতি আছে আমাদের। কিন্তু পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসব আইনের তেমন একটা ব্যবহার নেই। এছাড়া বিদ্যমান অধিকাংশ নীতি-কর্মকান্ড এবং কর্মসূচি সার্বিকভাবে সবুজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট দৃষ্টি নিবদ্ধ না করেই জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা খাতে বর্তমান অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সামষ্টিক-অর্থনীতিসহ পরিবেশে। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের ক্ষেত্রেও প্রভাবগুলো ব্যাপক হবে।

এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠতে কিছু কৌশলগত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেমন-

- আইন, প্রবিধান এবং কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। অভাব দূর করতে হবে সংহতির। এছাড়া পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য উদ্দীপনামূলক নীতির ব্যবহার বাস্তবায়ন করতে হবে।
- গভর্নেন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা -- বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সেটি দূর করতে হবে।
- আর্থিক চ্যালেঞ্জ - পরিবেশ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ অপর্যাপ্ত এবং তা সামর্থ ও বাস্তবায়ন উভয়ের ক্ষেত্রে স্বার্থ ক্ষুন্ন করে।

বাংলাদেশ সবুজ প্রবৃদ্ধির পথে হাটতে চাইলে সবার আগে প্রয়োজন সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল প্রণয়ন। সবার অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে এই কৌশল তৈরি করা জরুরি। সবুজ প্রবৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত দুটি গণমাধ্যম সংলাপেও এ তাগিদ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ইডিজিজি ইউকে-এইড এর অর্থায়নে এবং অ্যাডাম স্মিথ ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত কর্মসূচির অধীনে কয়েকটি সমীক্ষায় বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকরাও এই অভিমত রেখেছেন। তাদের কথা হলো :

- সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পরিবেশগত বিবেচনাসমূহ সমন্বিতকরণ: এটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণের ফলে দারিদ্র বিমোচন হবে। তাদের মতে, পরিবেশগত চাহিদাগুলো উপেক্ষা করা হলে দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের বিষয়গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ ঘটাবে।
- নীতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিতকরণ যা পরিবেশগত সমন্বয়ের সঙ্গে প্রবৃদ্ধির সম্পৃক্ততা ঘটাবে: খাতভিত্তিক নীতি, কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবেশগত বিবেচনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এটি বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও দুষণমুক্ত প্রযুক্তি এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।
- নীতিমালার উপর খাতসমূহের প্রভাব: রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশগত অবনতির বিষয়ে নীতিমালাতে বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাজস্ব নীতির সমন্বয় ঘটানো হলে বায়ু এবং পানি দূষণ কমাতে সাহায্য

করবে। জ্বালানি ভর্তুকি অপসারণ এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর সবুজ কর আরোপ করা হলে দুষণ নির্গমন হ্রাস পাবে এবং নবায়নযোগ জ্বালানি সম্পদ মুক্ত হবে।

- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নীতিমালা ও কর্মসূচিতে পরিবেশগত সমন্বয় জোরদার করার বিষয়টি এসব পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন সফল হওয়ার জন্য জরুরি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বাজেট ও সামর্থ বৃদ্ধি পেলে সরকারকে উচ্চমানের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে। একই সময়ে শীর্ষ পর্যায় থেকে নীচের পর্যায় পর্যন্ত ভূমিকা ও দায়িত্ব, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

- অর্থায়ন বিকল্পসমূহ: বেসরকারী অর্থায়ন পরিবেশগত সুরক্ষা প্রদান জোরদার করতে পারে। অন্যদিকে, সুবিধাভোগী ও দূষণকারীদের কর পরিশোধের নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আহরণ করা যেতে পারে। জিসিএফ (Global Climate Fund) তহবিলের অর্থ লাভ ও ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শর্ত ও মানদন্ড- পূরণ করে বাংলাদেশকে প্রস্তুত করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন সুসমন্নয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল যেমন অ্যাডাপটেশন ফান্ড, এলডিসিএফ (Least Developed Countries Fund), সিআইএফ (Climate Investment Fund), এফআইপি (The Brazilian Privete Equity Fund), জিইএফ (Global Evironment Facility), রেড (Reducing Emission from Deforestation & Forest Degradation), নামা (Naitonal Mitigation Action) সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ সমন্বয় করতে পারে। নিখিলের মতো দুষণের শিকার মানুষগুলোর সুস্বাস্থ্য চাইলে, আর্থিক উন্নয়ন চাইলে আমাদের সবুজ প্রবৃদ্ধির পথে হাঁটতে হবে। সবুজ উন্নয়নের পথে এগুতে হবে। এজন্য চাই আরও গবেষণা। চাই সবার অংশগ্রহণে একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল প্রণয়ন। একটি সবুজ ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শাসন ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন করা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তাহলেই আমরা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারব। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।

■ *কামরুল ইসলাম চৌধুরী*
সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম এবং পরিবেশ, জলবায়ু ও টেকসই উন্নয়ন বিশ্লেষক
ই- মেইল : quamrul2030@gmail.com

বিশ্বের ৬% শিশুশ্রম বাংলাদেশে

সায়ফুল হুদা

বছর ঘুরে আবারো বেশ সাড়ম্বরে পালন করা হলো বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। শিশু অধিকার সুরক্ষা ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ২০০২ সালে এই দিবসটি ঘোষণা করেছিল। তারপর থেকে প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করা হচ্ছে। কিন্তু যে কারণে এই দিবস, সেই শিশুশ্রম আর বন্ধ হয় না। বরং দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুদের ব্যবহার বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, দেশে এখন ৩৫ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে ১৩ লাখ শিশু, যা মোট শিশু শ্রমিকের ৪১ শতাংশ। দেশে শিশুশ্রমের প্রায় ৯৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। এর মধ্যে শুধু শহরাঞ্চলেই কর্মরত রয়েছে ৫ লাখ ৮ হাজার ২৯৮ শিশু।

২০০৬ সালে বাংলাদেশে শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়। সেখানে নির্দিষ্ট করে বলা আছে, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে নেয়া যাবে না। আর ১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কাজে নেয়া যাবে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেয়া যাবে না। শ্রম আইনে শিশুদের জন্য ৩৮ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু বাস্তব চিত্র একেবারেই বিপরীত। বিএসএএফ এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে,

দেশে ৫ থেকে ১১ বছরের শিশু শ্রমিক রয়েছে ১৭ লাখ; যাদের কাজ করার কোনো অনুমতি না থাকলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তারা। এসব শিশুর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু, যা উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশ এখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি অর্জনের পথে হাটছে। এসডিজি অর্জনে যে ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে; এদের মধ্যে শিশুশ্রম রয়েছে ৮ নম্বরে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মধ্যে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বাইরে নিতে হবে। আর ২০২৫ সালে দেশে কোনো শিশু শ্রমিক থাকবে না। কিন্তু সেটা বাস্তবায়নে যথেষ্ট উদ্যোগ নেই। ফলে লক্ষ্য অর্জন নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -আইএমইডি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, একটি শিশু দৈনিক গড়ে ৮ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে মাত্র ১০০ টাকা উপার্জন করে। তার মাসে গড়ে সর্বোচ্চ আয়

১০,৫০০ টাকা আর সর্বনিম্ন ২৬০ টাকা উপার্জন করে থাকে। বেশির ভাগ শিশু (প্রায় ৭২%) তাদের রোজগারের এই টাকা পরিবারের প্রয়োজনে খরচ করে।

বিবিএসের জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৮টি খাতে ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৪ জন শিশু 'শিশুশ্রমে' নিয়োজিত রয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬৯০ জন মেয়ে শিশু। শিশুশ্রমে নিয়োজিতদের ৫৭ শতাংশের কাজই অস্থায়ী। বর্তমানে শিশুশ্রমে নিয়োজিত আছে এমন ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু এক সময় স্কুলে গেলেও এখন আর যায় না। আর ১ লাখ ৪২ হাজার শিশু কখনই স্কুলে যায়নি।

শিশু শ্রমিকদের মজুরিও বেশ কম। প্রায় ৭ লাখ শিশু কোনো মজুরি পায় না। মজুরি পায় সব মিলিয়ে ১০ লাখ ১৯ হাজার শিশু। ৩ লাখ ৮৮,১৪২ শিশু মাসে ৫-৭ হাজার টাকা মজুরি পায়। আর প্রায় এক লাখ শিশু আড়াই হাজার টাকার কম পায়। সাড়ে সাত হাজার টাকার বেশি মাসে মজুরি পায় আড়াই লাখ শিশু। অন্যদিকে সপ্তাহে দৈনিক গড়ে ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করে বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের (১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু) মজুরিও বেশ কম।

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুসারে, ৫-১৮ বছরের শিশু কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে পারবে না। ৫-১৪ বছর পর্যন্ত শিশুশ্রম নিয়োগকর্তার জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এ আইন শুধু কাগজে-কলমেই।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক তথ্য থেকে জানা যায়,

বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকরা প্রায় ৩৪৭ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে ৪৭ ধরনের কাজকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে ব্যাটারিসহ বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক কারখানায় শিশুশ্রম, ট্যানারি শিল্প, যৌনকর্ম, বিড়ি ও তামাক ফ্যাক্টরি, পরিবহন খাত, ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করা, গ্যাস ফ্যাক্টরি, লেদ মেশিন ও ওয়েল্ডিংয়ের কাজ, অটোমোবাইল কারখানা, লবণ কারখানা, রিকশা ও ভ্যানচালনা, কাঠমিস্ত্রির কাজ, জুয়েলারি শিল্পে কারিগরের কাজ, চাল ও মসলার কারখানায় কাজ, ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানার কাজ, মাদকদ্রব্য বিক্রি।

এসব কাজে নিয়োজিতদের অধিকাংশই পথশিশু। শুধু একবেলা খাবার জোগাড় করতে এ পথশিশুরা দৈনিক ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। পথশিশুদের ৬৯ শতাংশই কোনো না কোনো শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে।

মূলত: পারিবারিক ও আর্থসামাজিক কারণে ৬ থেকে ৭ বছর বয়সেই বাংলাদেশের শিশুরা জীবনধারণের জন্য শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, এখনো পুরো বিশ্বের মোট শিশু শ্রমিকের ৫ শতাংশই বাংলাদেশে। সমাজ থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রত্যাহার ও নিরসনে সর্বস্তরের জনগণের মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া একমাত্র সচেতনতাই শিশুশ্রম নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সে কারণে পরিবার থেকে শুরু করে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

ছবি: ইন্দ্রো কুমার ঘোষ

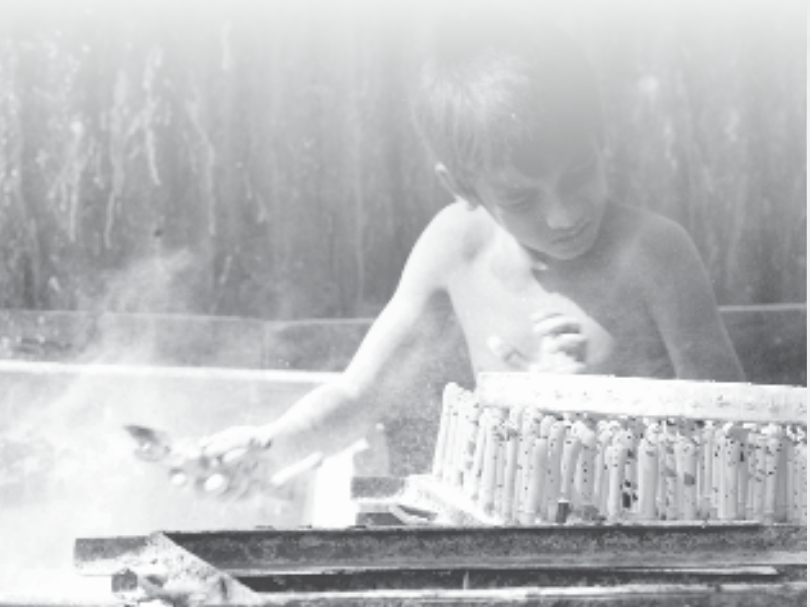

এইচআইভি এবং এসটিআই প্রিভেনশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) এর সংযোগ প্রকল্প এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজী বিভাগ এর যৌথ আয়োজনে গত ১৪ ও ১৫ মে ২০১৮ এইচআইভি এবং এসটিআই প্রিভেনশন, ট্রান্সমিশন এবং ম্যানেজমেন্ট এর উপর দুইদিনব্যাপী ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ট্রেনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে লাইন ডিরেক্টর, এইচআইভি, টিবি ও লেপরসি অধ্যাপক ডা. সামিউল ইসলাম বলেন এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সরকার। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পিএসটিসি'র মত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নানান উদ্যোগ ও জনসচেতনামূলক কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হবে, সামাজিক

কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের সকলের এক হয়ে কাজ করে এইচআইভিএইডস নির্মূল করতে হবে।

প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি ডিরেক্টর (এএসপি) ডা. শের মোস্তফা সাদীক খান মাইগ্রেট হয়ে আসা লোকের কারণেও এইচআইভি/ এইডস এর ঝুঁকি বেড়ে যায় বলে মন্তব্য করে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

সেশন চেয়ার ভাইরোলজী বিভাগের চেয়ারপার্সন প্রফেসর শাহিনা তাবাসসুম বলেন আমাদের প্যাথলজীকাল বিষয়ে সাবধানতা ও সঠিক রিপোর্ট প্রদান করতে হবে কারণ এর উপর নির্ধারণ করেই মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থা পত্র দেওয়া হয়।

সংযোগ, পিএসটিসি এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. লুৎফুননাহার উক্ত ট্রেনিং এর সূচনালগ্নে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সংযোগ প্রকল্পের উদ্দেশ্য টার্গেট গ্রুপ এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

ডেপুটি ডিরেক্টর এন্ড প্রোগ্রাম ম্যানেজার (এসপি) ডা. মোঃ বেলাল হোসেন, অধ্যাপক ডা. সাইফ উল্লা মুন্সী ভাইরোলজী বিভাগ (বিএসএমএমইউ), ডা. এম সেলিম উজ্জামান পিএসডি, ফ্রিলান্স কনসালটেন্ট ডা. শাহানাজ বেগম, সিনিয়র ম্যানেজার ব্র্যাক ডা. ফাতেমা খাতুন, এসোসিয়েট প্রফেসর অবস এন্ড গাইনোকোলজী ডা. শিউলী চৌধুরী, এসোসিয়েট প্রফেসর (বিএসএমএমইউ) ডা. চন্দন কে রায়, আইপাস বাংলাদেশ- এর ডা.আবুল খায়ের, সেভ দ্য চিলড্রেন এর ডা. মির্জা এম ইসলাম প্রশিক্ষকগণ এইচআইভি/এইডস এন্ড এসটিআই এই প্রশিক্ষণ সঞ্চালন করেন।

যেসব বিষয়ে সেশন এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে ছিল -

- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এইচআইভি কার্যক্রমের অগ্রাধিকার প্রণয়ন: সঠিক বা সঠিক নয়;
- এইচআইভি সংক্রমণের সূত্র ও ব্যবস্থাপনা;
- এইচআইভি সংক্রমণ ও প্রতিরোধ: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঝুকিপূর্ণ আচরণ ও প্রতিরোধ;
- এইচআইভি ও যক্ষা- দ্বৈত মহামারী;
- যৌনবাহিত সংক্রমণ;
- যৌনবাহিত সংক্রমণ ব্যবস্থাপনা ও রোগ নির্ণয়;
- স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কুসংস্কার ও বৈষম্য;

ট্রেনিং এর সমাপ্তি সেশনে সংযোগ, পিএসটিসি এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাকিলা মতিন মৃদুলা বলেন, এইচ আইভি প্রতিরোধে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

সংযোগ পিএসটিসির ঢাকা জেলার সমন্বয়কারী নাহিদ জাহান বিএসএমএমইউ এর ভাইরোলজী বিভাগের সবাইকে এই ট্রেনিং পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নাহিদ জাহান

ইয়ুথ কর্ণার

তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়:সন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নি:সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নি:সংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:
youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. *আমার অফিসে আমার ওয়ার্ক স্টেশনটি এমন যে আমার আশে পাশে যারা বসেন তারা সবাই মহিলা, আমিই বড় একটা স্পেসে একমাত্র পুরুষ। স্বভাবতঃই সারাদিন মেয়েলী গল্প/কথাবার্তা কানে আসে। আমি চাইলেও এ ওয়ার্ক স্টেশনটি পরিবর্তন করতে পারছি না। আমার জন্য কি কোন পরামর্শ দেয়া যায়?*

উত্তর: তোমার প্রশ্নে স্পষ্টত:ই তোমার uncomfortability উঠে এসেছে। যে কোন অফিসে একটা ওয়ার্ক স্টেশন-এ কে বসবে তা'নির্ধারণ করা হয় দু'টি বিষয় বিবেচনা করে। এক. টিমওয়ার্ক-এর ব্যাপারটি মাথায় রেখে; দুই. ওয়ার্ক স্টেশনের পরিধি ও কর্মী/কর্মকর্তার কাজ ও দায়িত্ব-কর্তব্যকে বিচার্য করে। আমার বিশ্বাস তোমার অফিসও তাই-ই করেছে। তোমার uneasiness এর কথা সরাসরি তোমার সহকর্মীদের জানাতে পারো, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, বিনয়ের সাথে। তাতে বোধ করি তারা বুঝবেন এবং এ ধরণের আলাপ-চারিতায় তারা সতর্ক হবেন। এতেও যদি সমাধান না পাও, তাহলে তোমার সুপারভাইজর তথা অফিস কর্তৃপক্ষকে ব্যাপারটি জানাতে পারো এবং তাও হতে হবে সম্পূর্ণ professional way তে। হয়তো তোমার অফিসের অন্য কোন space -এ একই অবস্থা face করছে কোন নারী সহকর্মী। তার আশেপাশে হয়তো সবাই পুরুষ। তারও uncomfortability আছে। ব্যাপারটি তুললে হয়তো কর্তৃপক্ষ seating re-arrangement করার জন্য আগ্রহীও হতে পারেন। তবে এটাও বলতে চাই - কর্ম ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে এক কাতারে কাজ করতে জানতে হবে, খাপ খাইয়ে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। তবেই আমরা এগুবো, সংগঠন এগুবে, দেশ এগুবে। নারী-পুরুষ উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এই এগিয়ে যাবার পূর্ব শর্ত।

২. *আমার সাত বছরের প্রেম। মেয়ের পরিবার আমাকে মেনে নিচ্ছে না কোন মতেই। আমার বয়স বাড়াতে আমার পরিবার থেকে ক্রমাগত বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। আমিও বিয়ে করতে চাই, তবে কোন পরিবারের অমতে নয় কিংবা পালিয়েও বিয়ে করতে চাই না। আমি কি করবো?*

উত্তর: তোমার চিন্তা ভাবনা শ্রদ্ধা করার মত। তুমি নিজের ভালো লাগা/প্রেমকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছ, তেমনি পরিবারকেও অশ্রদ্ধা করছো না। সবার মত নিয়েই তোমার পছন্দের পাত্রীকে বউ করতে চাও। সেই সাথে পালিয়ে বিয়ে করার মত কাপুরুষতাও দেখাতে চাচ্ছো না। তোমার সব ধারণাই ভালো এবং তা শ্রদ্ধা করার মত। তোমার জয় অবশ্যই হবে, তবে হয়তো আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। মেয়ের পরিবারকে বুঝানোর মত গ্রহণ যোগ্য মানুষ তোমাকে খুঁজে পেতে হবে, এ ক্ষেত্রে তোমার প্রেমিকা তোমাকে সহায়তা করতে পারে। সে বলতে পারবে কে হতে পারে এ ধরণের মধ্যস্থতাকারী বা কে আনতে পারে সম্পর্কের পরিণতি। কাজেই আর অপেক্ষা না করে, তোমার মনের দৃঢ়তার সাথে এরকম একজন ব্যক্তির সহায়তা নিতে হবে। আশা করছি তুমি সফল হবে। তোমার জন্য রইলো শুভ কামনা।

৩. *কিছুদিন আগে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধুর বিয়ে হলো। আমরা সব বন্ধু-বান্ধব মিলে অনেক মজা করলাম। অনুষ্ঠান শেষে সব ছেলেবন্ধুরা একসাথে মিলে ক্যাম্পাসে ঘুরতে গেলো। আমি মেয়ে হওয়ায়, অন্যান্য মেয়েবন্ধুদের মত পারলামনা তাদের সাথে যেতে। ঐদিন খুবই খারাপ লেগেছিলো আমার। আচ্ছা আমি কি ভুল ভাবছি? স্বাধীন হতে চাওয়াটা কি ভুল? কিভাবে এই খারাপ লাগাগুলোকে কমাবো?*

উত্তর: প্রথমেই বলি তোমার ভাবনা ভুল নয়। স্বাধীন হতে চাওয়াটাও ভুল নয়। আর যে কোন খারাপ লাগা কমাতে হলে উদ্দ্যোগ প্রয়োজন এবং সে উদ্দ্যোগটা তোমাকেই নিতে হবে। এবার আসি তোমার খারাপ লাগার প্রেক্ষাপটে। বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে মজা করেছো। 'মজা' টা বাড়ানোর জন্য কারো প্রস্তাবে পুরণো স্মৃতি বিজড়িত ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা আসে। সময়টা কখন যদিও বলোনি, ধরে নেই - এটা দিনে বেলা - সে ক্ষেত্রে তোমার সাথে আরো মেয়েবন্ধু থাকলে যেতেই পারতে। কিন্তু এটা যদি রাত হয়ে থাকে তবেই হয়তো না যাওয়াটার প্রশ্ন এসেছে এবং অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে এটা রাতই হবে - কারণ তোমার মত কোন মেয়েই যেতে পারেনি এরকম মজা করতে। যদি জিগ্যেস করি - কেন পারোনি? তখন নিশ্চয়ই অভিভাবকদের নিষেধ ব্যাপারটা উঠে আসবে। এটাই ভাববার, বুঝবার, উপলব্ধি করার এবং খারাপ লাগা না লাগার বিষয়টি আসে। তোমাকে একটু বিশ্লেষণ ধর্মী হতেই হবে। যদি বাবা-মা বা অভিভাবক না করে থাকেন তবে তোমার নিরাপত্তা তাদের মাথায় ছিলো, যার ফলে তোমার এ বাড়তি মজা করাতে তারা সায় দেননি। তোমাকে পরাধীন করার জন্য নয় বরং তোমাকে নিরাপদ রাখার ব্যাপারটিই তাদের সামনে এসেছে, ফলে হয়তো অনুমতি দেননি। ভালো করে যদি চিন্তা করো, তবে তাদের প্রতি তুমি বিরাগ ভাজন হবেনা। আমাদের সমাজে এখনো এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যা' দেখে তারা সন্ত্রস্ত তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে। এটা মনে রাখতে হবে, তাদের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে বেশী। এ কারণেই তাদের 'সায়' মেলে নি আর তোমারও বাড়তি মজা করা হয়নি। এভাবে ভাবলেই তোমার 'খারাপলাগা' গুলো শুধু কমবেই না, চলে যাবে। তুমি নিশ্চিত খুশী থাকবে, আনন্দে থাকবে।

৪. *আমার বয়স ২৮। এখনো বিয়ে না করায় অফিসে, বাসায়, আত্মীয় স্বজন সবাই আমাকে প্রতিনিয়ত বিয়ের কথা বলতে থাকে। আজকাল এই ব্যাপার শুনতে খুবই বিরক্ত লাগে। কি করবো আমি?*

উত্তর: এটা আমাদের সমাজের রীতি হয়ে গেছে। একজন যোগ্য (তোমার বয়সকে যোগ্যই বলছি) বয়সী ছেলে বা মেয়ে দেখলেই আমরা এ রকম প্রশ্নকরে ফেলি কোন কিছুনা ভেবেই। আর যেহেতু তুমি অফিসের কথা বলেছো, সেহেতু তুমি কর্মজীবি, কাজেই বিয়ে করতে আর দেরী কেন? কেউ বা আগ বাড়িয়ে এও বলবে - বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা? কারো সাথে relationship-এ আছো কিনা ? আরো কত কিছু! অফিস বলো আর বাসায় বলো; কলিগ বলো আর আত্মীয় বলো - কিছু মানুষই আছে এ রকম কথা বলবে। আমার প্রথম পরামর্শ হলো - বিরক্ত না হয়ে relax থাকো। দ্বিতীয়ত: তোমার উত্তরেও হেয়ালী করতে পারো - 'সময় হলে জানবেন' জাতীয় বাক্য দিয়ে। তৃতীয়ত: কিছু না বলতে চাইলে - শুধু মুচকি হাসি দাও। উল্টো তারাই বিরক্ত হয়ে যাবে। কাজেই নিজের উপর না এনে তা ফিরিয়ে দাও। ভালো থাকবে...

এসবিসিসি বার্তা উন্নয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

'হ্যালো, আই এম' (হিয়া) গাজীপুরের পিএসটিসি কমপ্লেক্সে দু-দিন ব্যাপি একটি এসবিসিসি (সোসাল এন্ড বিহেভিওর চেঞ্জ কমিউনিকেশন) বার্তা প্রণয়ন কর্মশালার আয়োজন করে।

এসবিসিসি সামগ্রীর উন্নয়নে নিয়োজিত হিয়া'র কনসালট্যান্ট সানজিদা ইসলাম পুরো কর্মশালায় মূল সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। সহ-সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট (WE) প্রকল্পের ব্যবস্থাপক শিরোপা কুলসুম।

দুই দিনের কর্মশালার লক্ষ্য ছিল বাল্যবিয়ের হালনাগাদ পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনে নেওয়া। এটি কৌশলগত যোগাযোগের গুরুত্ব এবং আচরণ পরিবর্তনের জন্য তার কার্যকারিতা, বার্তা উন্নয়ন কৌশল, বিভিন্ন লক্ষ্য গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন বার্তা প্রণয়ন, সাহায্যকারী ব্যক্তিদের একটি নেটওয়ার্কিং মানচিত্র তৈরি করা এবং হিয়া'র যোগাযোগের বার্তা প্রনয়নে যোগান দেওয়া।

এই কর্মশালাটি হিয়া'র সকল বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই কর্মশালার ওয়ার্কিং গ্রুপে ছিলেন প্রকল্প অফিসাররা, প্রকল্প সহযোগীরা, এবং হিয়া'র বাস্তবায়ঙ্কারী সকল অংশীদারদের স্বেচ্ছাসেবকরা।

হিয়া টিম লিডার ডা. সুস্মিতা আহমেদ, পিএসটিসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার কানিজ গোফরানী কুরায়শি, ডিএসকে'র প্রোজেক্ট ম্যানেজার ডা. কল্লোল চৌধুরী এবং বিবিসি মিডিয়া একশন-এর বিশ্বজিৎ দাসও ওয়ার্কিং গ্রুপ-এ অংশ নেন।

কর্মশালা শেষে, ওয়ার্কিং গ্রুপ 'হ্যালো আই এম' এর লক্ষ্য গোষ্ঠীর জন্য বেশকিছু প্রয়োজনীয় যোগাযোগ বার্তা তৈরি করে। পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ দ্বিতীয় দিনের সেশনে যোগ দেন এবং মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

কামরুন নাহার কণা

শেয়ার-নেট এর ২-দিনের সেশন

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান প্ল্যাটফর্ম শেয়ার-নেট গত ১৩ এবং ১৪ মে ২০১৮ হোটেল ডি ক্যাসেল -এ একটি শিক্ষা অধিবেশনের আয়োজন করে। বাল্যবিবাহ এবং এসআরএইচআর বিষয়ে কাজ করছে এমন ১৫টি দেশীয় এনজিও এবং আন্তর্জাতিক এনজিও থেকে আসা ব্যক্তিরা এই দু-দিন ব্যাপি অধিবেশনে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল।

ইউনাইট ফর বডি রাইটস (ইউবিআর) থেকে শারমিন ফারহাত তার উপস্থাপনার সময় বলেন, "আমরা বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লোকেদের ঋণ দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তারা ঋণের টাকা যৌতুক দিতে ব্যবহার করেছে। তাই আমরা আমাদের পদ্ধতি পরিবর্তন করে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছি"।

বিভিন্ন ইন্টারেক্টিভ সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং বাল্য বিবাহ মোকাবেলায় কার্যকর এবং নতুন পদক্ষেপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছে।

অধিবেশন বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রথাগুলি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশদ বিশ্লেষণের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস থেকে সিনিয়র এডভাইজার, এসআরএইচআর এবং জেন্ডার, মাশফিকা জামান সাটিয়ার অনুষ্ঠানের সমাপনি বক্তব্যে শেয়ার-নেট এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে বাল্য বিবাহ বিলুপ্তিতে এই অনুষ্ঠান বড় অবদান রাখবে।

পিএসটিসি এবং ব্র্যাকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

"ইম্প্রুভিং হেলথ এন্ড নিউট্রিশন স্টেটাস অফ আর্বান এক্সট্রিম পুওর ইন বাংলাদেশ থ্রু সাস্টেনেবেল হেলথ সার্ভিস প্রোভিশন" প্রকল্পে কাজ করার জন্য পিএসটিসি এবং ব্র্যাক গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ব্র্যাক এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম শহরে হতদরিদ্রদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর, ব্যাপক, অংশগ্রহণমূলক এবং টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পিএসটিসি'র পক্ষ থেকে হেড অফ প্রোগ্রামস, ডা. মো. মাহবুবুল আলম, হিয়া প্রোগ্রাম এর টিম লীডার ডা. সুস্মিতা আহমেদ, কনসোর্টিয়াম এর ম্যানেজার জনাব ইমরানুল হক, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অ্যাডভাইজার মো. জাকির হোসেন ও ডা. নাহিদ চৌধুরী এবং ব্র্যাক এর পক্ষে ডা. সাজ্জাত রাহাত হোসাইন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha
JUNE 2018

Development on the way to environment-friendly green growth

World's 5% child labor in Bangladesh

Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka

Gazipur Complex

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-midea projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

: Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
: Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
: Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

: Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
: Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

: Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

: Tk. 1500/- per day

pstc
working for population & development
POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC
Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduain, Kaultia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

Editor
Dr. Noor Mohammad

Consultant
Saiful Huda

Publication Associate
Saba Tini

Contents

PAGE 2
Development on the way to environment-friendly green growth

PAGE 6
World's 5% child labor in Bangladesh

PAGE 10
HIV/STI Prevention Training Workshop Held

PAGE 12
Youth Corner

PAGE 13
SBCC Message Development Workshop Held

PAGE 14
Share-Net holds 2-day session

PAGE 16
PSTC and BRAC sign MoU

EDITORIAL

Environmental pollution has been increasing day by day due to global industrialization and urbanization. There is miles after miles of deforestation. The biggest mangrove forests, the Sundarbans in recent times has been under threat due to the pollution from black smoke emitted by mills and factories. The most negative impact of environmental pollution is seen in climate change. The reality is now that when it is supposed to rain, it is running dry. And during the dry season it is raining. Black smoke from the brick fields is reducing the amount of oxygen in the air. The excessive use of polythene is polluting the soil and the overall environment.

The effects of these are impacting the lives of the people. Many people are losing their livelihood due to severe floods. More than three million people are currently subjected to climate change. According to the World Bank, the figure will cross 5.3 million by 2050. According to the organization, coastal people will lose habitat, there will be adverse effects on water, soil and crop, and there the crisis of drinking water will increase.

At this time, the World Environment Day was observed on 5 June with the theme 'Beat Plastic Pollution'. Consumers and producers are being encouraged to manufacture and use jute shopping bags as alternative to polythene bags. Various steps are being pronounced to reduce environmental pollution. Concerned people believe that the intensity of environmental pollution can be overcome through adoption of correct policy and well-intentioned steps. And for this reason, the concerned are laying importance on dredging of river, canal excavation, and tree plantation.

Not only environmental pollution, Bangladesh has also not been able to properly prevent issue like child labor. Although the 'The World Day Against Child Labor' was observed on 12 June with the theme 'Generation safe and Healthy'.

According to the Bangladesh Bureau of Statistics, currently 1.28 million children are engaged in risky work in Bangladesh. The government is committed to resolve risky child labor by 2021. For this, the Ministry of Labor and Employment has taken up a Taka 2850 million project to remove children from 38 risky jobs.

In addition to the sustainable development goals 2030, the concerned ministry has recently formulated a new action plan to reduce child labor by 2025. According to the plan, the committee is working to reduce child labor at national level, district level and up to upazila level. The concerned people think that it is possible to fulfill this action plan only through good intention because we should not forget that these children are our future. Eid-ul-Fitr greetings to all.

Editor

Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf
Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).
House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.
Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG

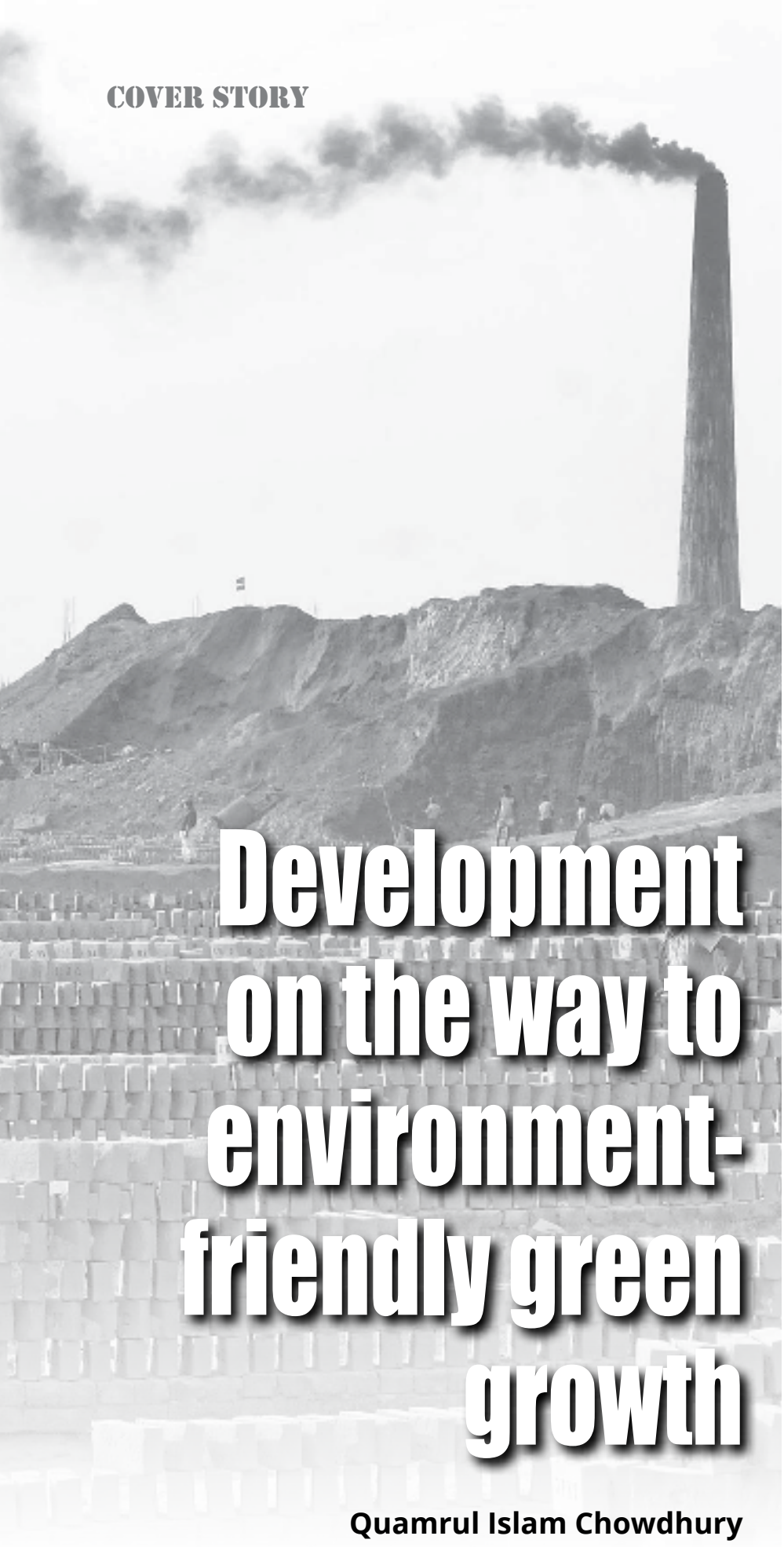

Development on the way to environment-friendly green growth

Quamrul Islam Chowdhury

Nikhil plies boat on river Turag. When asked how old he was, he said forty. Having a skinny body, he was coughing non-stop like the movement of the oar. It was a morning of the Bengali month of Baishakh and I asked Nikhil how he was doing. Not good at all, he said adding that no one wants to get up on the boat in the stinky river which has affected his income. He said he is unable to run his five-member family. His house is situated beside brickfields and so there are always health risks. He also said that everybody in the family has got breathing problem and he has got skin disease working in this polluted river. Besides, he cannot afford the cost of medicines.

The scenario of such pollution is seen all over the country which is increasing health risks. Every year thousands of people die due to environmental pollution. The scenario of climate change is more dangerous. The number of lightning strikes in the country has been increasing in the last few years due to climate change. The number of deaths is also increasing. In spite of the development of various government-owned enterprises including the Ministry of Environment, the environment is being polluted along with the development in the country. The surroundings are being destroyed. Bio-diversity is at risk. Water bodies are being grabbed, polluted and filled. Every year, quite a good percentage of the national exchequer is being spent on pollution related diseases.

But the desired sustainable development maintaining the nature and the environment is not happening. The dream of green growth without destroying the environment and

nature is remaining unfulfilled. Bangladesh's progress as a developing country is like the story of monkey climbing an oily bamboo. All the big talkers of development are destroying the nature, bio-diversity and natural resources in the countries. For them, human development, equality, employment are valueless.

Every year the World Environment Day returns, but the number of people like Nikhil does not decrease. Rather, environmental problems and crisis are further intensified.

Even then, it is undeniable that Bangladesh has made significant progress in some areas related to environmental management. But this progress is not compatible with the growth and the progress in poverty reduction. Bangladesh has not yet officially accepted the 'Green Growth Strategy' which fits with environmental protection-compatible development agendas. Due to the lack of green growth strategy and related regulations, policies and institutions, there has been environmental degradation which had increased the cost in the past. Besides, adverse effects of climate change are increasing and negative risks and delicate situations are emerging. In view of these, the implementation of government's vision to become a high-income country and the plan to completely eliminate poverty by 2041 would be onerous.

The environmental degradation and the risk of climate change have allowed us to see the realities in new perspectives. Apart from the need for environmental protection, there is considerable risk in achieving the goal of implementing the 2041 goals of income generation and poverty alleviation until the relevant regulations, policies and institutional reforms are not fully compatible with the growth and poverty reduction agenda. There is also risk in achieving sustainable development goals by 2030.

We all want sustainable development and for that we need to achieve pollution free green growth where the waters of the rivers would be transparent and clean. The industrial wastes would not be dumped into the Buriganga, Shitalakhya or Karnaphuli rivers. There will be development, but not destroying the forests and not encroaching the rivers, canals and water bodies.

Bangladesh faces many challenges on its way to sustainable development. Bangladesh is one the most risky countries in the world to face the adverse effects of climate change. Natural disasters like floods, cyclones, salinity intrusion, river erosion, temperature rise and water logging are regular phenomenon. Climate change has intensified the risks of these natural disasters. The environment is being degraded due to deforestation, land erosion, water pollution and other detrimental causes. Policy Research Institute (PRI) Vice Chairman Dr Sadiq Ahmed in his recent study on Bangladesh's Green Growth has identified all these challenges. According

to him, the situation will be disastrous if the said challenges are not dealt with effectively.

Bangladesh has some excellent laws and policies, including Bangladesh Environment Conservation Act, Bangladesh Water Act, but there is a lack of environmental management and implementation of the laws. Existing policies and activities and the programs give importance to climate change without focusing on overall green economic growth. As a result, the current economic momentum in the business sector of Bangladesh will naturally lead to adverse macro-economic impact and serious environmental degradation. The effects will also be huge in terms of growth and poverty reduction. To resolve the problems the following strategically important measures are needed to be taken.

Coordination among existing laws, regulation and programs is needed and lack of consolidation has to be resolved. Besides, robust policy for environmental management has to be implemented.

- Governance and institutional management - There is a lack of coordination among various organizations which has to be resolved.
- Financial Challenges - Budget allocation for the Ministry of Environment is inadequate and it negates the interests of both the ability and implementation.

If we want to move towards the path of green growth, we need to first create the green growth strategy. It is important to create this strategy with the participation of all. The need for green growth has been mentioned also in two media dialogues organized by the Forum of Environmental Journalists of Bangladesh. This opinion has also been laid in several studies by experts and policy makers in UK and Adam Smith International programs. They want to say that:

- Integrating environmental considerations within macroeconomic framework: It is necessary for environmental management and poverty reduction as a result of adopting green growth strategy. If the environmental needs are neglected, long-term development issues will be affected and will cause irreparable damage to the environment.
- Identification of policies and institutions which will lead to the development of environmental coordination: It is necessary to include environmental considerations in sector-based policies, programs and organizations. It will be helpful in the expansion of the market and can help to increase the growth through renewable energy and pollution-free technology and sustainable management of forest resources and investment in the productivity of the land.
- Influence of sectors on policy: In order to implement Vision 2041, various measures

should be included in the policy related to environmental degradation. Coordinating fiscal policy in environmental management will help reduce air and water pollution. Eliminating fuel subsidies and imposing green taxes on the use of fossil fuels will reduce emissions and increase use of renewal energy resources.

- Institutional reform: The implementation of these plans and programs is important in order to promote environmental coordination in policies and programs of different ministries and related organizations. It will be possible to provide high-end technical support to the government if the budget and capacities of different ministries and related organizations are increased. At the same time, the role and responsibilities from top to bottom, decentralization of environmental management need to be clearly defined.
- Financing Alternatives: Private funding can strengthen environmental protection. On the other hand, the government through policy can earn revenue from polluters. Bangladesh has to be prepared to make the get and use of Global Climate Funds by meeting the necessary conditions and standards. Coordination among the Economic Relations Division, Ministry of Environment and Forests, Finance Ministry, Foreign Ministry and Planning Commission can help effectively coordinate with various international climate funds such as Adaptation Fund, Least Developed Countries Fund (LDCF), Climate Investment Fund (CIF), The Brazilian Privete Equity Fund (FIP), Global Evironment Facility (GEF), Reducing Emission from Deforestation & Forest Degradation (REDD), Naitonal Mitigation Action and related organizations.

If we want the good health and economic development of the pollution victims like Nikhil, we will have to take the path of green growth. We have to proceed towards green growth. That is why more research is needed. Formulation of a green growth strategy with everyone's participation is needed. Reforming the governance system and institutional reform are needed for building a green future. This requires strong political commitment. Only then we can deal with development challenges and can achieve sustainable development goals.

The Writer is President, Forum of Environmental Journalists of Bangladesh, and Environment, Climate and Sustainable Development Analyst.

E-mail: quamrul2030@gmail.com

World's 5% child labor in Bangladesh

Saiful Huda

The World Day Against Child Labor this year too is being observed with due importance. The International Labor Organization announced this day in 2002 to safeguard child rights and to protect children from being involved in hazardous jobs. Since then, like in all other countries of the world, the day is being observed in Bangladesh every year. But the reason for which the day is observed, child labor cannot be stopped. Rather, the involvement of children in risky labor is increasing day by day.

A recent survey of Bangladesh Bureau of Statistics revealed that there are now 3.5 million child labors in the country. Of these, nearly 41 per cent or 1.3 million children are engaged in risky labor. About 95 percent of child labors in the country are working in informal sector. Of them 5,08,298 children are working in urban areas.

Labor law was updated in Bangladesh in 2006 where it has

been specifically stated that no child below 14 years of age can be taken to work. And children from 14 to 18 years of age can be taken to work, but cannot be involved in risky jobs. Child labor has been prohibited in 38 types of hazardous work.

The real picture is, however, the opposite. According to the BSAF report, there are 17 million child labors in the age group of 5 to 11 years; those who do not have the permission to work but are working in different organizations. Among these children, there are 1.28 million children engaged in risky labor, which is alarming.

Bangladesh is moving towards achieving Sustainable Development Goals. Of the 17 SDG targets, child labor is at number eight. It has been said that by 2021 children will be taken out of risky jobs and there will be no child labor in the country in 2025. But there is not enough initiative to implement it. As a result, there are doubts about achieving the goal.

Ministry of Planning's Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) report shows that a child labor earns only Taka 100 for an average of 8 hours of daily labor. The maximum income of a child labor is Taka 10,500 per month and the

minimum earning is Taka 260. Most children (about 72%) spend their income on the needs of the family.

The BBS survey found that 16,98,894 children in 18 sectors were engaged in child labor. Among them, 7,45,690 were girl child. Nearly 57 percent of the jobs involving child labor are temporary. About 1.07 million children presently engaged in child labor are school dropouts while 1,42,000 of them children had never been to school.

The wages of child labors are also very low. About 700,000 children do not get any wages. There are 1.019 million children who get wages. Nearly 3,88,142 children receive a monthly salary of Taka 5000 to Taka 7000. And about a hundred thousand children get less than Taka 2500. Nearly 250,000 children get monthly wages of more than Taka 7000. On the other hand, the wages of children (1.28 million) working for more than 5 hours a day or involved in risky jobs are also very low.

According to the National Children Policy 2011, children aged 5 to 18 years cannot do any risky job. Involving children between 5 to 14 years of age is a penal offense, but this law remains only on paper.

According to International Labor Organization (ILO) data, there are 347 economic activities which involve child labors. Of these activities, 47 types of work have been identified as highly risky. The

highly risky jobs include work in toxic chemical factories including battery industry, tannery, sex work, bidi and tobacco factories, transportation sector, garbage collecting, gas factories, lathe machines and welding work, automobile factories, salt factories, rickshaws and van pulling, carpentry, craftsmanship in jewelry industry, work at rice mills and spice grinding factories, manufacturing industry and drug peddling.

Most of the children employed in these activities are street children. These street-children toil 10 to 12 hours for one meal only. About 69 percent of the street children are engaged in some kind of child labor.

Basically, in Bangladesh 6 to 7 year old children are forced to sell labor due to family and socio-economic reasons. Concerned people think that nearly 5 percent of the world's total child labor is in Bangladesh. Values among people from all walks of life are needed to be changed to remove and eliminate risky child labor from the society. Apart from this, awareness building can play an important role in resolving child labor. And for that, at family and at individual level, everyone needs to be conscious.

Photos: Indra Kumar Ghosh

HIV/STI Prevention Training Workshop Held

Population Services and Training Center (PSTC) and Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, the Department of Virology jointly organized a two-day training on HIV and STI Prevention, Transmission and Management on 14-15 May, 2012.

Taking part in the inaugural session, the chief guest Samul Islam, Line Director, HIV, TB and Lepersar said that the government has been working to prevent HIV / AIDS. NGOs like PSTC have been carrying out various initiatives and public works with government organizations. The common people should work at the field level, come out of social prejudice. All of us have to work in harmony with HIV / AIDS.

Special Guest Dr. Sher Mustafa Sadiq Khan, Director (ASP) told that people who migrated have increased the risk of HIV/AIDS and emphasised on working together.

The chair of the inaugural session, Virology Department Chairperson Prof Shahina Tabasum

said that we must be precautious and provide correct reports regarding pathology, because the medical treatment would be provided based on the report.

PSTC's Program Manager Dr. Lutfun Nahar spoke with the greetings and informed about the objective of the SANGJOG project target groups and activities.

Deputy Director and Program Manager (SP) Dr. Belal Hossain, Professor Dr. Saif Ulla Munshi Virology Department (BSMMU), Dr. Shahanaz Begum Freelance Consultant, Dr. Fatema Khatun Senior Manager BRAC, Dr. Sheuli Chowdhury Associate Professor Obstetric and Gynecology, Dr. Chandan K. Roy Associate Professor (BSMMU), Dr. Abul Khair of IPAS Bangladesh, and Dr. M. M. Islam Save the Children were the facilitators of the training sessions.

The different sessions held include:

- Giving Priority to the HIV Intervention by GOB: Apporpriate or Inappropriate ;
- Pathogenesis and management of HIV infection;
- Transmission and Prevention of HIV: National Context, Behavior at Risk and Safety Measures;
- HIV and TB Dual Epidemic;
- PMTCT in Bangladesh: A Success Story;
- Sexualy Transmitted Infections;
- Diagnosis and Management of STIs;
- Stigma and Discrimination in Health Care Settings;

PSTC's program manager Sakila Matin Mridula said, "To prevent HIV, it is necessary to continue working with joint efforts at both, government and non-government levels to prevent HIV."

SANGJOG, PSTC's Dhaka district coordinator, Nahid Zahan, thanked all the participants and the BSMMU's Department of Virology for supporting this training.

Nahid Zahan

Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 yers of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *Question: My workstation at the office is surrounded by women colleagues and I am the only male in a big space. Naturally, even if I don't want, I listen to girl talks all day long. If I want to change my workstation, I cannot. Do you have any suggestion for me?*

Answer: Your uncomfortability is quite obvious in your question. In every office, two things are taken into consideration while deciding a person's workstation. First, the matter of team work is kept in mind and the second is the work and responsibility of the officer or the staff sitting in the space. I believe your office did the same. With due respect and politely you can straight away tell your colleagues about your uneasiness. They may understand and remain cautious about such discussions. If you don't find a remedy in this, you can talk about it to your supervisor or your office administration, and that too in a professional way. Maybe, one of your female colleagues is facing similar situation in another space of your office where everyone around her are males. She also has uncomfortability. If the issue is raised, the authority might get interested in going for seating re-arrangement. But, I also want to say that males and females have to work together at the working place. One has to have an adjusting mentality. Only then we can progress, the organization will progress, the country will progress.

2. *Question: We have been in love for seven years. The girl's family is not going to accept me in any way. My age is increasing and my family is putting pressure to get married. I also want to get married, but not with disapproval of the family or eloping. What should I do now?*

Answer: Your thoughts are respectful. You are giving importance to your liking/love, at the same time not disrespecting the family. You want to marry the girl of your choice but with everybody's consent. At the same time you do not want to act cowardice by eloping. All your thoughts are good and respectful. You will surely win, but you might have to wait for a while. You have to find a person acceptable to the girl's family. Your lady-love can help you in this regard. She can tell you who can be the negotiator or who can give this relationship an accomplishment. So, without anymore waiting and with a firm mind you have to take the help of such a person. Hope you will be successful. All the best wishes for you.

3. *One of my university friends recently got married. All our friends very much enjoyed the wedding. After the wedding all the boys went to the campus to roam together. Being a girl, and like other girls I couldn't join them. That day I felt very bad. Am I thinking wrong? Is it wrong to want to have freedom? How do I minimize my resentment?*

Answer: The first thing is that your thoughts are not wrong. There is nothing wrong to ask for freedom. To reduce any resentment there is need for initiative and that initiative has to come from you. Now, coming to your resentment perspective. All of your friends, irrespective of girl or boy, have enjoyed the wedding. To intensify the fun, the proposal to go to the cherished campus came up. You didn't mention the time, but if it was day-time there wouldn't have been any problem going along with other girls. If it was night time and from your description it seems to be night time and that is why the question of girls 'not being able to go' and have fun has come up. If I ask you, why you couldn't go? Then the matter of 'prohibition by the guardians' would surely come up. This is the thing to ponder, to understand, to realize. And the issue of liking and resentment comes up. You have to be a little analytical. The parents or guardians had prohibited you from going because they had your 'safety' issue in mind and that is why they didn't give consent to your having the extra fun. It was not to impose restriction, but your security matter was in their mind. If you think deeply, you will not be annoyed on them. There are many occurrences in our society which make them afraid thinking of your safety. You have to remember that they have more experience than you. And that is why you didn't get their 'consent' for 'extra fun'. If you think like this, your resentment will not only lessen, but will go away. I am sure, you will be happy and joyful.

4. *Question: I am 28. Being still a bachelor, everybody in the office and home and relatives talk about my marriage. I am fed-up listening to these. What should I do?*

Answer: It has become a practice of our society. We put forward such question if we see an eligible (I am terming your age as eligible) boy or a girl without considering anything else. And when you are saying about your office, means you are employed, so why the delay in marriage? Some might even go a bit further in asking whether you have a boyfriend or girlfriend? Are you in a relationship? And much more! Whether be it at office or home, colleague or relative, there are people who will talk like this. My first suggestion would be not to get irritated and stay relaxed. Secondly, you can take it very lightly and answer with a sentence like – 'you will come to know in time'. Thirdly, if you don't want to answer, just give them a smile. Rather, they will get disinterested. So, don't take the load on yourself, transfer it and stay well.

SBCC Message Development Workshop Held

'Hello, I Am' (HIA) organized a SBCC (Social Behavior Change Communication) Message Development Workshop at Gazipur PSTC Complex.

Sanjeeda Islam, Consultant of HIA for developing SBCC materials, facilitated the entire session while Shiropa Kulsum, Project Manager of Women Empowerment (WE), was the co-facilitator.

The two-day workshop aimed at having an updated knowledge on the child marriage situation in the working areas. It also provided the scope to learn the importance of strategic communication and its effectiveness for behavior change, know the techniques of developing messages, draft a number key messages for different target groups, chalk out a networking map of responsible persons for help, and to provide input on types of materials for HIA's communication intervention.

The workshop ensured the participation of all Implementing partners of HIA.

The working group of this workshop included Project Officers, Project Associates and Community volunteers from all implementing partners of HIA. Team Leader of HIA, Dr. Sushmita Ahmed, Program Manager of PSTC Kaniz Gofrani Quraishy, Project Manager of DSK Dr. Kallol Chowdhury and Bisshawjit Das from BBCMA were also part of the working team.

At the end of the workshop, the working team developed a set of communication messages for different target groups of 'Hello I Am' communication intervention. The Executive Director of PSTC, Dr. Noor Mohammad also joined the second day of the session and gave valuable feedback and wished the team all the best.

Kamrunnahar Kona

Share-Net holds 2-day session

Share-Net, a knowledge platform on sexual and reproductive health and rights, organized a two-day learning session on 13 and 14 May, 2018 at Hotel De Castel.

Individuals from 15 different NGOs and INGOs working on child marriage and SRHR issues participated in the event to share their experiences and knowledge.

"When we gave loans to underprivileged families for any livelihood and thereby postponing child marriages, they surprisingly used the amount to give away in dowries, so we changed our approach and started signing them up for trainings instead," said Sharmin Farhat from Unite for Body Rights (UBR) Bangladesh, during one of her presentations.

Participants through various interactive sessions learned from the interactions and came up with new ideas and steps to address child marriage issue effectively.

The collaborative approach provided a platform for the participants to analyze knowledge gaps in implementing the projects, policies and practices related to child marriage.

Mushfiqua Zaman Satiar, Senior Adviser, SRHR and Gender from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands, gave the closing remarks to wrap up the event. She appreciated the initiative taken by Share-Net Bangladesh team and hoped the work on child marriage abolition will contribute in a long run.

PSTC and BRAC sign MoU

Population Services and Training Center (PSTC) and BRAC on 17 May, 2018 signed a Memorandum of Understanding to work together for Improving Health and Nutrition Status of Urban Extreme Poor in Bangladesh through Sustainable Health Services Provision.

'Health and Nutrition Status of Urban Extreme Poor in Bangladesh through Sustainable Health Services Provision' is a three-year program being implemented by BRAC-Concern Worldwide consortium to establish and demonstrate an effective, comprehensive, intagrated and sustainable health system to provide health nutrition and population services to the urban extreme poor.

Head of Programs Dr. Md. Mahbubul Alam and HIA Team Leader Dr. Sushmita Ahmed from PSTC, Consortium Manager Mr. Emranul Haq, Financial Services Adviser Md. Zakir Hossain and Dr. Nahid Chowdhury of Concern Worlwide, and BRAC's Dr. Sazzat Rahat Hossain were present at the signing ceremony.